দৈনিক বাংলা

০৮ 006

06 AUG 1988

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দূর করতে রাজনৈতিক আচরণ বিধি দরকার

।।হাসান হাফিজ।।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন তার রিপোর্টে বলেছেঃ আমাদের শিক্ষাঙ্গনে আজ শিক্ষার স্বার্থ কেবল অরক্ষিতই নয়, সেটা অনেকাংশে বিপর্যস্তও। পরীক্ষা আজ প্রহসনে পর্যবসিত। অস্ত্র ও বাহুবলের সামনে অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসন নতজানু এবং শিক্ষকসমাজ ন্যুব্জদেহ। বস্তুত অন্তহীন প্রতিকূলতার মধ্যে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই ধুঁকছে। এই দুঃখজনক অবস্থার নিরসন হওয়া প্রয়োজন।

দেশের শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শিক্ষা কমিশন কয়েকটি সুপারিশ করেছে।

সুপারিশমালায় বলা হয় দেশের সামগ্রিক কল্যাণে রাজনৈতিক দলগুলি কর্তৃক জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান করা বিশেষ দরকার। এ জন্যে চাই রাজনৈতিক নেতাদের আন্তরিক সদিচ্ছা ও সংকল্প। এর কোন বিকল্প নেই কারণ রাজনৈতিক সমস্যার সমা

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

(প্রথম পৃঃ পর)

ধান রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে।

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যজনক বিশৃংখলা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত রাখতে সকল রাজনীতিবিদের জন্যে একটি সম্মিলিত রাজনৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করে বিশ্ববিদ্যালসহ সকল শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যমান ছাত্র রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্যে ন্যূনতম কর্মসূচী নিতে হবে। কারণ এছাড়া শিক্ষাঙ্গনের এসব সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

অন্যান্য সমস্যা যৌথ প্রচেষ্টায় সমাধান করতে হবে। শিক্ষকদের পক্ষে একাডেমিক বা শিক্ষাজনিত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। তাদেরও ঐকান্তিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে, ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ ভুলে সার্বিক জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে। শিক্ষা প্রশাসনের দুর্বলতা দূর করে কঠোরভাবে আইনের শাসন প্রবর্তন করতে হবে এবং ন্যায়নীতির প্রশ্নে অটল থাকতে হবে।

শিক্ষা কমিশনের প্রদত্ত রিপোর্টের "শিক্ষা ও সমকালীন বাস্তবতা" শীর্ষক অধ্যায়ে শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে কমিশনকৃত পর্যালোচনায় মন্তব্য করা হয়েছে যে সাধারণ নিরাপত্তার অভাব শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞান ও বিদ্যার্জনের স্বাভাবিক পরিবেশকে ভয়াবহভাবে বিঘ্নিত করছে। পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন ছেলেমেয়েকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে উৎকন্ঠা ও উদ্বেগে সময় কাটান। নিরাপত্তাহীন এই পরিস্থিতিতে দেশের লেখাপড়া কতটা বিঘ্নিত হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট এবং ২/৩ বছরের কোর্স ৫/৬ বছরে শেষ হওয়ার ঘটনা এব্যাপারে আমাদের কিছুটা ধারণা দেয়। কেবল সেশন জটই নয়, সেশন জটের কারণে এবং অন্যান্য পরিবেশগত রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে শিক্ষার মান যে ভয়াবহভাবে নিম্নগামী তা স্বীকার করতেই হয়।

শিক্ষাঙ্গন আজ অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতির রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও অনেক নিবেদিতপ্রাণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেও নিজেদের কর্তব্য পালনে সচেষ্ট। দুঃখজনক হলেও অনেকাংশে সত্য যে শিক্ষায়তনের বিভিন্ন নির্বাচনে দেখা যায় শিক্ষকদের মধ্যে একাধিক দল রয়েছে। তারা কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করা কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ছাত্রসমাজকে ব্যবহার করছেন। এ ধরনের আরো নানা অনভিপ্রেত কর্মকান্ডে তারা জড়িয়ে পড়ছেন। এর প্রতিফলন ঘটছে শিক্ষা, শিক্ষায়তন ও ছাত্রসমাজের মধ্যে। এসব কর্মকান্ড আমাদের মূল্যবোধের ধ্বসকে আরো ত্বরান্বিত করছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের উক্ত অধ্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে আজকের দিনে শিক্ষার জগতে এক শ্রেণীর ছাত্রের উচ্ছৃংখল আচ

বাকবিতন্ডা হোক, এর নেপথ্যে কাজ করছে অনভিপ্রেত সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে স্বাধীনতা-উত্তরকালে লক্ষ্য ও আদর্শহীনতা, গুণ ও মেধার যথাযথ স্বীকৃতির অভাব, সম্পদলাভে ব্যর্থতা ইত্যাদি বিরোধী শক্তি এককালের উদ্দীপ্ত জনশক্তিকে অবাঞ্ছিত পথে প্রলুব্ধ করেছে। অতীত তাদের কাছে অর্থহীন, বর্তমান শূন্য, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। জীবিকার ক্ষেত্রে সমাজ এদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই নিরাপত্তাহীনতা শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানচর্চা ও সৃজনশীলতার পরিবেশ তৈরি করতে পারে না। অন্যদিকে স্বাধীনতা উত্তরকালে অপ্রত্যাশিত কিছু সুযোগ তাদের প্রলুব্ধ করেছে। প্রভাব বিস্তারের অদৃশ্য প্রচেষ্টা তরুণদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক অসম প্রতিযোগিতার।

'শিক্ষা ও সমকালীন বাস্তবতা' অধ্যায়ে আরো অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ছাত্রদেরকে যথেচ্ছ ব্যবহার এবং এ উদ্দেশ্যে নানাবিধ সুবিধা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীর ও অস্ত্র শক্তির খেলায় উন্মত্ত করে তোলার অব্যাহত প্রক্রিয়া তরুণ ছাত্রসামাজকে দুঃখজনক পথে ঠেলে ছাত্রসমাজকে দুঃখজনক পথে ঠেলে দিয়েছে। অবাঞ্ছিত এই পরিস্থিতিতে আরো একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ছাত্র রাজনীতি কেবল বিত্তলাভের পথই প্রশস্ত করে না বরং রাজনৈতিক উচ্চাসন লাভের পথও সুগম করে। তার ওপর শিক্ষায়তনে রাজনৈতিক দলগুলির অঙ্গ হিসাবে ছাত্রদের অবস্থান ও সরকারী স্বীকৃতি শিক্ষা পরিবেশকে করে তোলে আরো ভয়াবহ। অবিশ্বাস্য রকমের অর্থ ও অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে এরা সবরকমের প্রতিপক্ষ দমনে ক্রিয়াশীল হয়। দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়োজনে পছন্দমত ব্যক্তিকে প্রশাসনে মনোনীত করে কিংবা যিনি প্রশাসনে আছেন, তাকেও টিকিয়ে রাখার আশ্বাস দিয়ে এরা তাদেরকে ক্রীড়নকে পরিণত করে। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী ছাত্র নেতৃত্বের জিম্মি হয়ে থাকেন শিক্ষাঙ্গনের উচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা থেকে অধঃস্তন কর্মচারীটিও। দুষ্টচক্রের অব্যাহত দৌরাত্ম্যে প্রকম্পিত হয় শিক্ষাঙ্গন।